বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION
BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-100, BANGLADESH
Web: www.bcic.gov.bd, বিসিআইসি.বাংলা

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকারঃ
'সর্বোচ্চ দক্ষতায় নিয়ম মেনে কাজ করবো.
অন্যায় করবো না, অন্যায় হতে দেবো না'।

নং:৩৬.০১.০০০০.২০৬.১২.০৩৩৭.২০২৩/৪৫২ তারিখ: ২৪ জুলাই ২০২৩

বিষয়: নকল, ভেজাল ও মেয়াদ উত্তীর্ন (বালাইনাশক,সার ও বীজ) কৃষি পণ্যের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিআইসি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সিনজেনটা এজি, সুইজারল্যান্ড এর যৌথ উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান সিনজেনটা বাংলাদেশ লি:। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানসহ তিনজন পরিচালক বিসিআইসি কর্তৃক মনোনীত। সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড উদ্ভাবনী গবেষণা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শীর্ষস্থানীয় একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। সিনজেনটা সামাজিক ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতার সাথে কৃষকের ফসলের উন্নত ফলন ও গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের বালাইনাশক, পিজিআর, সার ও উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করে থাকে।

কিছু অসাধু ব্যবসায়ী চক্র দীর্ঘদিন যাবৎ বালাইনাশকের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড সমূহ নকল ও ভেজাল করে কৃষক পর্যায়ে বিক্রয় করছে। ফলে সঠিকভাবে বালাই দমন না হওয়ায় কাংখিত ফলনও পাচ্ছেন না, যা দেশের খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এবং কৃষকগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ, পরিবেশের ক্ষতি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে। সিনজেন্টার প্রোডাক্ট সিকিউরিটি টিম নকল ভেজাল চক্রের নিম্নলিখিত কার্যপরিধি উদঘাটন করেছে যা নিম্নরূপঃ-

ক। <u>নকল কারখানাঃ</u> দেশের বালাইনাশক ও সার নকল-ভেজালকারী হেমায়েতপুর ভিত্তিক প্রধানতম চক্রটির কারখানা সমুহ কেরানিগঞ্জের আলিপুর এবং সাভারের মসুরিখোলা দিয়ে বিস্তৃত। এরা পুরান ঢাকার বিভিন্ন ফ্লেক্সি প্রিন্টিং হাউজ থেকে প্যাকেট সংগ্রহ করে থাকে আর ফেসবুক সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপনন করে । সাভারে অবস্থিত কুরিয়ার সার্ভিসগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ্যেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় সারা দেশে নকল ভেজাল পন্য ছড়িয়ে দিচ্ছে কন্ডিশন পদ্ধতিতে। এ ছাড়াও গাজিপুর, যশোর, মাগুরা, নঁওগা ও পাবনা সহ বিভিন্ন জেলায় নকল -ভেজাল কারখানা চিহ্নিত হয়েছে।

খ। <u>নকল ও ভেজাল মোড়কঃ</u> নকল ও ভেজাল পন্যের সবচেয়ে বড় উপজীব্য হল মোড়ক যা কিছুটা প্রযুক্তি নির্ভর হলেও নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধান না থাকায় সহজেই নকল ভেজাল চক্র যে কোন ব্র্যান্ডের মোড়ক সংগ্রহ করে মানহীন পন্য উৎপাদন করে বাজারজাতের সুযোগ পাচ্ছে। ফসল মৌসুমের শুরুতে পুরাতন ঢাকার আরমানিটোলা ও চকবাজার এলাকায় ফ্লেক্সি প্রিন্টিং বিপণন স্থানে প্রকাশ্যেই কৃষি পন্যের মোড়ক পাইকারি বিক্রয় হতে দেখা যায়। অসাধু চক্র এই সব অনুমোদনবিহীন নকল মোড়ক সংগ্রহ করে সাধারন সিলিং মেশিনের সাহায্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নকল ও ভেজাল পন্য উৎপাদন করে থাকে।

গ। <u>খুচরা বিক্রেতা ও স্থানীয় সরবরাহকারীঃ</u> নকল ও ভেজাল চক্রের সবচেয়ে অবৈধ কর্ম সম্পাদিত হয় গ্রামগঞ্জের খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে যারা অবৈধ মুনাফার জন্য সম্পূর্ণ অবগত হয়েই নিজ এলাকার কৃষকদের কাছে নকল ভেজাল পন্য বিক্রয় করে। থানা বা জেলা পর্যায়ের বড় অসাধু ব্যবসায়ীরা মোটরসাইকেল, ইজিবাইক অথবা হাটা ফেরিওয়ালাদের মাধমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের খুচরা দোকানদারদের কাছে পৌছে দিচ্ছে। উল্লেখ্য বালাইনাশক এবং সার বিক্রয়ের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুমোদন (Pesticide License), সংশ্লিষ্ট কোম্পানির প্রাধিকার পত্র (Authorization Letter) এবং রক্ষিত পন্যের চালানপত্র (Invoice) রাখার বিধান থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা অনুসরন করা হয় না। বিশেষকরে, প্রত্যন্ত গ্রাম বাজারের দোকান গুলিতে ভেজাল পন্যের পাশাপাশি প্রকাশ্যেই আইন বহির্ভূতভাবে রেজিস্ট্রেশন বিহীন নকল পন্য বিক্রয় হয়।

বালাইনাশক, সার ও বীজসহ সকল কৃষিপন্যের নকল ও ভেজাল নিয়ন্ত্রন হলে দেশের কৃষক সমাজ যারপর নাই উপকৃত হবে এবং সামগ্রিক ভাবে বিপুল পরিমানে শষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা দেশের অর্থনীতিতে কয়েক হাজার কোটি টাকার অবদান রাখতে সক্ষম হবে। নকল ও ভেজাল কৃষিপন্য নিয়ন্ত্রন করতে বড় কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে ফসল মৌসুমে স্থানীয় প্রশাসনের নিবিড় নজরদারীর মাধ্যমে অসাধু পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।

চলমান পাতা-২

সামাজিক সচেতনার অভাবে ফসল মৌসুমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কীটনাশকের মত জীবদেহের জন্য ক্ষতিকারক পন্য (Dangerous Goods) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুমোদনহীন (পেষ্টিসাইড লাইসেন্স) দোকানেও বিক্রয় হচ্ছে।

চলমান আমন মৌসুমের (১৫ জুলাই - ১৫ নভেম্বর '২৩) শুরু থেকেই বাজারে নকল এবং ভেজাল পন্যের ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হবে। গুনগত মানের জন্য সিনজেনটা পন্যের উপর কৃষক সমাজের আস্থা সুদীর্ঘ সময়ের এবং সে কারনেই এই কোম্পানির জনপ্রিয় ব্র্যান্ড সমূহ সব থেকে বেশি নকল ও ভেজাল এর শীকার হচ্ছে। সিনজেনটার প্রোডাক্ট সিকিউরিটি টিম পন্যের নিরাপত্তা চিহ্ন পরিচিতিকরন এবং কারখানার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নকল ও ভেজাল কৃষি পন্যের মারাত্মক ক্ষতি বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা সেমিনার/ সভা আয়োজন করতে প্রস্তুত।

এমতাবস্থায়, নকল ভেজাল কৃষি পন্যের বিরুদ্ধে (বালাইনাশক, সার ও বীজ) চলমান আমন মৌসুমে বাজার পর্যায়ে নজরদারি জোরদারসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে কিংবা আইন ও বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করছি। দেশের কৃষকদের সুরক্ষায় আপনার আন্তরিক সহযোগিতা কাম্য।

(মোঃ শাহিদুর রহমান)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিসিআইসি।
ফোনঃ ৯৫৬৪১৫৩
ই-মেইল: chairman@bcic.gov.bd

জেলা প্রশাসক, GAIBANDHA জেলা

অনুলিপি:

১। মহাপরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামাড়বাড়ি, ফার্মগেট ঢাকা।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিনজেনটা বাংলাদেশ লিঃ, গ্রীন রওশন আরা টাওয়ার, ৫৫ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৩। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।